ইতিহাসের আলোকে শারদীয়া

▣ দেবাশীষ দাস

বৃষ্টি ভেজা শরৎ আকাশ,
শিউলি ফুলের গন্ধ
মা আসছেন আবার ঘরে, দরজা কেন বন্ধ ?

প্রাক্‌কথন :- বারো মাসে তেরো পার্বন কথাটি হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য প্রচলিত থাকলেও, শারদীয়া বা দূর্গা পূজাই বেশী আনন্দ উৎসবের মাধ্যমে পালিত হয়।

দেবী দূর্গা হলেন শক্তির রূপ, তিনি পরব্রহ্ম। অন্যান্য দেব-দেবী মানুষের মঙ্গলার্থে তার বিভিন্ন রূপের প্রকাশ মাত্র। দেবী দূর্গা "দূর্গতি নাশিনী"।

সূত্রপাত :- ভারতের দ্রাবিড় সভ্যতায় মাতৃতান্ত্রিক দ্রাবিড় জাতীর মধ্যে মাতৃদেবীর পূজার প্রচলন ছিল। সিন্ধু সভ্যতায় (হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতা) দেবীমাতা, ত্রিমস্তক, দেবতা, পশুপতি শিবের পূজার প্রচলন ছিল।

তবে কৃত্তিবাসের রামায়নে আছে, শ্রীরামচন্দ্র কালিদহ সাগর (বগুড়ার) থেকে ১০১টি নীল পদ্ম নীল সংগ্রহ করে সাগর কূলে বসে বসন্তকালে সীতা উদ্ধারের জন্য সর্বপ্রথম শক্তি তথা দূর্গোৎসবের আয়োজন করেছিলেন।

আবার, মারকেন্দ্রীয় পুরাণ মতে, চেদী রাজবংশের রাজা সুরথ খ্রীষ্টের জন্মের ৩০০ বছর আগে কলিঙ্গে দূর্গাপূজার প্রচলন করেছিলেন।

মধ্যযুগ ও বাংলা :- মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে দূর্গাপূজার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ১১শ শতকের 'অভিনির্ণয়'-এ, মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির 'দূর্গাভক্তি তরঙ্গিনীতে' - দূর্গা বন্দনা পাওয়া যায়। বঙ্গে ১৪শ শতকে দূর্গাপূজার প্রচলন ছিল কিনা তা জানা যায় না। ১৫১০ খ্রী: কুচ বংশের রাজা বিশ্বসিংহ কুচবিহারে দূর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন। ১৬১০ সালে কলকাতার বরিশার রায় চৌধুরী পরিবার প্রথম দূর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। ১৭৯০ সালের দিকে এই পূজার আমেজে আকৃষ্ট হয়ে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার গুপ্তি পাড়াতে বারোজন বন্ধু মিলে চাঁদা তুলে প্রথম সার্বজনীন ভাবে আয়োজন করে বড়ো আকারে দূর্গাপূজা, যা 'বারোইয়ার' - 'বারোইয়ারি' বা বারনুর পূজা নামে পরিচিতি পায়।

আধুনিক সময় :- আধুনিক দূর্গাপূজার প্রথম ধাপ ১৮ শতকে নানান বাদ্যযন্ত্র

প্রয়োগে ব্যক্তিগত ভাবে, জমিদার বা রাজপরিবারে ও ব্যবসায়ী মহলে প্রচলন ঘটে। পাটনা শহরে, ১৮০৯ সালে দূর্গাপূজার ওয়াটার কালার ডকুমেন্ট ছবি পাওয়া যায়, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে দেবী দূর্গা স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে জাগ্রত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই পূজা বারোয়ারী বা কমিউনিটি পূজা হিসেবে জনপ্রিয়তা পায়। আর স্বাধীনোত্তর কালে এই পূজা পৃথিবীর অন্যতম প্রধান উৎসবের মর্যাদা পায়।

উপসংহার :- এভাবেই সময়ের বিবর্তনে রূপ পরিবর্তন হতে হতে বর্তমান সময়ের রং বাহারী পুজোর আত্মপ্রকাশ। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, যেখানেই বাঙালী জাতিসত্ত্বার অস্তিত্ব সেখানেই পূজিত হোন "মা"। রং বাহারী আলো, পোষাকের বিজ্ঞাপন আর নিজেদের প্রেজেন্টেবল করতে গিয়ে সময় বিশেষে হয়তো আমরা হারিয়ে যাই মূল স্রোত থেকে। তাই, সবশেষে অসুরনাশিনী আমাদের সবার আসুরিক প্রবৃত্তি দমন করে জাগিয়ে তুলেন মহাভাব, হেসে উঠুক বিশ্বমানবতা, এই কামনা জগৎ জননীর চরণে। ভালো কাটুক শারদীয়া।